রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৩৭ নং আইন

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১১) এর দুই স্থানে উল্লিখিত “সচিব” শব্দের পরিবর্তে “নির্বাহী পরিচালক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

মূল্য : টাকা ৮.০০

(খ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৪ক) "সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান; এবং"।

৩। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) দফা (৬) এ উল্লিখিত "প্রণয়ন" শব্দের পরিবর্তে "অনুমোদন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (৭) এ উল্লিখিত "ব্যায়ামাগার নির্মাণের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ব্যায়ামাগারসহ অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও সংস্কারের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ।

৪। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, যিনি ইহার জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতিও হইবেন;";

(খ) দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘঘ) এবং (ঘঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঘঘ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;

(ঘঘঘ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;" ;

(ঘ) দফা (ঠ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঠঠ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঠঠ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;";

(ঙ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) দফা (ঢ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঢঢ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঢঢ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;";

(ছ) দফা (থ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (থথ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(থথ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;" ;

জ) দফা (দ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (দদ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(দদ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি;";

(ঝ) দফা (ধ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ধ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ধ) সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক;";

(ঞ) দফা (ল) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(ট) দফা (শ) এর প্রান্তস্থিত ";" চিহ্নের পর "এবং" শব্দটি সংযোজিত হইবে; এবং

(ঠ) দফা (ষ) এ উল্লিখিত "(সকল)" শব্দ ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত "মন্ত্রী" শব্দের পর "/উপদেষ্টা" চিহ্ন ও শব্দ এবং "ভাইস-চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পূর্বে "সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান অথবা" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৬। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৮ক। সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান।—মন্ত্রী/উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী সকলই বিদ্যমান থাকিলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/উপদেষ্টা ব্যতীত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্য দুইজন বা একজন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন।"।

৭। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯। **ভাইস-চেয়ারম্যান।**—যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন।" ।

৮। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, যিনি ইহার জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতিও হইবেন; ";

(খ) দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নুতন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;";

(ঘ) দফা (জ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (জজ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(জজ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;";

(ঙ) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঝঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঝঝ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি;";

(চ) দফা (ঞ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞঞ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঞঞ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;"; এবং

(ছ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "সহ-সভাপতি" শব্দের পরিবর্তে "জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১০। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্ত-টীকায় উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এর দুই স্থানে উল্লিখিত "সচিবের" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ) এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd